Vol. 31 | No. 3 | 198

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পদ্মাবতী কাব্যের সম্পাদনা

Volume	31
Issue	3
Year	198
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X

Author(s)	মনোয়ারা হোসেন

Published online	June 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v31i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i3.5
Pages	127-140
Publisher	University of Dhaka

Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

পদ্মাবতী কাব্যের সম্পাদনা

মনোয়ারা হোসেন

সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি আলাওল। তিনি ১৬৪৮ খ্রীস্টাব্দে মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' (১৫৪০) কাব্যটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। মূল এবং অনুবাদ কোনটাতেই খণ্ডবিভাগ ছিলনা ; তবে মুদ্রিত পুথিতে সর্গবিভাগ এবং বিভিন্ন সর্গের নামকরণও করা হয়েছে। মস্‌নভী রীতিতে রচিত জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের এক একটি স্তবক তৈরী হয়েছে চৌদ্দটি চরণ এবং এক একটি দোহা নিয়ে। চরণগুলোতে রয়েছে কাহিনী বর্ণনা ও বক্তব্যের বিস্তার আর দোহা অংশে তত্ত্ব নির্ণয়। আলাওলের কাব্যে স্তবকবিন্যাস নেই। মূলের সাথে তুলনা করে স্তবক নির্ধারণ করলে বিভিন্ন সম্পাদিত পাঠে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের খণ্ডসংখ্যা মোট ৫৮ টি, তার মধ্যে আলাওল নিম্নোক্ত ৫ টি খণ্ড বর্জন করেছেন—সাত সমুদ্র খণ্ড, নাগমতী-পদ্মাবতী বিবাদ খণ্ড, স্ত্রী ভেদ খণ্ড, বাদশাহ ভোজ খণ্ড, উপসংহার খণ্ড। এ-ছাড়াও তিনি জায়সীর তত্ত্বমূলক দোহাগুলি প্রায়ই বাদ দিয়েছেন। জায়সীর কাব্য-বহির্ভূত চারটি খণ্ড আলাওল যোগ করেছেন, যেমন—চৌগান খণ্ড, শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ড, পদ্মাবতী-কপট দৌত্য খণ্ড, এবং খিল বা পরিশিষ্ট খণ্ড। আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে খণ্ড সংখ্যা ৫৭ টি, যেমন—স্তুতিখণ্ড; সিংহল দ্বীপ বর্ণন খণ্ড; পদ্মাবতী জন্ম বর্ণন খণ্ড; মানস সরোবর খণ্ড; শুক খণ্ড; রত্নসেন খণ্ড; বণিজার খণ্ড; নাগমতি-শুক সংবাদ খণ্ড; রাজা-শুক সংবাদ খণ্ড; নখশিখ খণ্ড বা পদ্মাবতী রূপবর্ণন খণ্ড; প্রেম খণ্ড; যোগী খণ্ড; রাজা গজপতি সংবাদ খণ্ড; বহিত্র খণ্ড; সিংহল দ্বীপ খণ্ড; মণ্ডপ গমন খণ্ড; পদ্মাবতী বিয়োগ খণ্ড; পদ্মাবতী-শুক মিলন খণ্ড প্রভৃতি। বর্তমান আলোচনায় বিভিন্ন পণ্ডিতের 'পদ্মাবতী' কাব্য সম্পাদনা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ শুরু করেছিলেন গ্রীয়ার্সন; পঁচিশটি খণ্ড অনুবাদের পর অবশিষ্ট খণ্ডগুলি অনুবাদ করেন শিরেফ; সম্পূর্ণ অনুবাদটি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত। ইংরেজী ভাষায় ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের জায়সীর মূল ও আলাওলের অনুবাদের তুলনামূলক আলোচনা বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত। তিনি হবিবী সংস্করণের অনুসরণে আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যটি নাগরী লিপিতেও সম্পাদনা করেন।

বাংলা ভাষায় আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যের যে কয়েকখানি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান হলো— আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং সৈয়দ আলী আহসান কর্তৃক সম্পাদিত সংস্করণ। তবে এই তিনটিই অসম্পূর্ণ অর্থাৎ আংশিক সম্পাদনা। এর মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের সংস্করণটি ক্ষুদ্রতম। তিনি পদ্মাবতীর 'রূপবর্ণন খণ্ড' পর্যন্ত মোট ১০ টি খণ্ডের সম্পাদনা করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ করেছেন 'চিতোর আগমন খণ্ড' পর্যন্ত মোট প্রায় ৩৬ টি খণ্ড; সৈয়দ আলী আহসান করেন 'ষট্ ঋতু বর্ণন খণ্ড' পর্যন্ত মোট প্রায় ৩০টি খণ্ড।

মূলতঃ সম্পূর্ণ 'পদ্মাবতী' কাব্যটি ছাপা অবস্থায় পাওয়া যায় হবিবী সংস্করণ দুটিতে, কিন্তু হবিবী সংস্করণের সম্পাদনা ক্রটিপূর্ণ। সম্প্রতি 'পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ' থেকে দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় 'পদ্মাবতী' কাব্য ২টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে রয়েছে জায়সীর 'পদুমাবৎ' এবং ২য় খণ্ডে আলাওলের 'পদ্মাবতী'।

বর্তমান প্রবন্ধে আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সৈয়দ আলী আহসান ও দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' কাব্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ 'পদ্মাবতী' সম্পাদনা করেছিলেন কিন্তু জীবদ্দশায় প্রকাশ করতে পারেননি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। তিনি নিজে বিভিন্ন প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করেছিলেন এবং প্রায় ৩৯টি পুথি পর্যালোচনা করে 'পদ্মাবতী' কাব্য সম্পাদনা করেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'পদ্মাবতী'র বাংলা মুদ্রিত সংস্করণ (হবিবী প্রেস ১৩১৭ সাল), হিন্দী পাঠ (গ্রীয়ার্সন ও সুধাকর দ্বিবেদী, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল), রায়চন্দ্র শুক্লের তৃতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও ডক্টর এনামুল হক-সংগৃহীত পুথির পাঠ তুলনা করে নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রস্তুত করেন। তিনি পাঠ নির্ধারণের জন্য হবিবী ছাপাখানার বাংলা সংস্করণের সাথে হিন্দী সংস্করণগুলি মিলিয়ে নিয়েছিলেন। যেখানে হিন্দীর পাঠ বাংলা পাঠের সাথে মিলেছে তাকেই তিনি আলাওলের অবলম্বিত হিন্দী পদ্মাবতীর মূল পাঠ বলে স্থির করেছেন। কোন কোন হিন্দী সংস্করণে এমন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় যা বাংলায় নেই, যেগুলিকে তিনি প্রক্ষিপ্ত বলে স্থির করেছেন। যেখানে আলাওল মূলের অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন, তা বন্ধনীর মধ্যে স্থাপন করেছেন। যেখানে হিন্দীর সাহায্য পাওয়া যায়নি, সেখানে ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে পাঠ সংশোধন করা হয়েছে। সৈয়দ আলী আহসান নিম্নলিখিত পুথি অবলম্বন করে পাঠ সম্পাদনা করেছেন—

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পদ্মাবতীর পাণ্ডুলিপি, প্রধানতঃ ২৭৭, ২৮০, ২৮৫ ও ২৯৫ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি।
২. বাংলা একাডেমীতে রক্ষিত পদ্মাবতীর পাণ্ডুলিপি।
৩. ১৩২৭ সালের হবিবী ছাপাখানার মুদ্রিত বটতলার পুথি।
৪. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' প্রথমার্ধ।
৫. মালিক মুহম্মদ জায়সীর মূল পদুমাবৎ।
৬. লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে রক্ষিত পদুমাবতের এস-২৪৭১, পি-১৮১৯, পি-১০১৮, পি-১৯৭৫, পি-৩১৩০ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি।
৭. লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি।
৮. বিহারের মানের শরীফ খানকায় রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি।
৯. মুদ্রিত পদুমাবতের পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ।

পাঠ-নির্ধারণের ক্ষেত্রে সৈয়দ আলী আহসান মূলের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ পাঠ এবং ব্যবহারের দিক থেকে প্রাচীন ও অর্থের দিক থেকে সুস্পষ্ট পাণ্ডুলিপিটিকে গ্রহণ করেছেন। যেখানে আলাওলের পাণ্ডুলিপি বা পুথির পাঠ সম্পূর্ণ বিকৃত এবং অর্থহীন সেখানে তিনি মূলের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা করে পাঠ সংশোধন করেছেন।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রীয়ার্সন ও সুধাকর দ্বিবেদীর এশিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ ও লালা ভগবান দীন সংস্করণ মিলিয়ে আর রায়চন্দ্র শুক্লা ও মাতাপ্রসাদ গুপ্তের সংস্করণ দুটি নির্ভর করে প্রথম খণ্ড সম্পাদনা করেন। প্রথম খণ্ড সম্পাদনার পর মূলটিকে সামনে রেখে তিনি আলাওলের অনুবাদ খণ্ডটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদনার্থে তিনি নিম্নলিখিত পুথি ও গ্রন্থগুলিও ব্যবহার করেন—

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি খণ্ডিত পুথি (২৯৫ সংখ্যক)। গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে এই পুথিটিকে তিনি আদর্শ পুথি হিসাবে ব্যবহার করেন।
২. বাংলা একাডেমীর একখানি অখণ্ড পুথি (ক্রমিক সংখ্যা—৫/আ/৫৯৫)।

এ-ছাড়া হবিবী প্রেসের দুটি সংস্করণ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, সৈয়দ আলী আহসান-এর সংস্করণগুলিও তিনি গ্রহণ করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের নাগরী সংস্করণ। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিকে আদর্শ পুথি হিসাবে গ্রহণ করে খণ্ডিত পৃষ্ঠাগুলির জন্য বাংলা একাডেমীর পুথিকে গ্রহণ এবং দুটি পুথির পাঠ মিলিয়ে প্রথমে সম্ভাব্য পাঠটির পুনর্গঠন করে নিয়েছেন। অতঃপর শহীদুল্লাহ্ সংস্করণ, হবিবী সংস্করণ, আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সংস্করণ, সৈয়দ আলী আহসান সংস্করণ এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের নাগরী সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়েছেন। পরিশেষে মূল হিন্দী সংস্করণ ও নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী একটি সম্ভাব্য পাঠ নির্ধারণ করেছেন।

গ্রন্থ-সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি একটি অভিনব উপায় অবলম্বন করেছেন। প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার বাঁ দিকের সারিতে লিখেছেন পুথিপাঠ এবং ডানদিকের সারিতে লিখেছেন সম্পাদিত পাঠ। ফলে কাব্যের সংশোধিত রূপের পাশাপাশি অমার্জিত রূপটির তুলনার সুযোগ থেকে গিয়েছে।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৈয়দ আলী আহসানের খণ্ড-বিভাগ প্রায় জায়সীর খণ্ড বিভাগের অনুসারী। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ এক একটি খণ্ডকে আবার বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন।

৩.

'পদ্মাবতী'র অধিকাংশ সম্পাদিত গ্রন্থে 'স্তুতি খণ্ডের' মধ্যে বিভিন্ন অংশ পাওয়া যায়। জায়সীর কাব্যের অস্তুতি খণ্ডের ১-১০ স্তবক পর্যন্ত অংশ প্রত্যেকেই স্তুতি খণ্ডে উপস্থিত করেছেন। আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ এ-অংশের নামকরণ করেছেন 'জগদীশ্বর স্তুতি' কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সৈয়দ আলী আহসান ও দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্করণে এ-অংশের নাম 'স্তুতি খণ্ড'। জায়সীর একাদশ ও দ্বাদশ স্তবক দুটির জন্য সাহিত্য-বিশারদ দুটি আলাদা পরিচ্ছেদ এনেছেন—রসুলের তারিফ ও চারি আসহাব প্রশস্তি। পরবর্তী পরিচ্ছেদ—'শেখ মোহাম্মদ জায়সীর পরিচয়'। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জায়সীর পরিচয়ের জন্য পৃথক পরিচ্ছেদ সংযোজন করেননি। তিনি 'চারি আসহাব বয়ান' পরিচ্ছেদে চারি আসহাব প্রসঙ্গের পর কবির পরিচয় দিয়েছেন। সৈয়দ আলী আহসান তার 'স্তুতি খণ্ডে' শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র বন্দনা অংশটি অর্থাৎ জায়সীর ১-১০ স্তবক অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি পরিশিষ্টে আলাওলের আত্মজীবনী সংক্রান্ত সর্গগুলি তুলে ধরেছেন যার মধ্যে রয়েছে রোসাঙ্গ বর্ণনা, সৎকীর্তি মাগনের প্রশংসা, আত্মপরিচয় ও 'কাহিনী-সংক্ষেপ'। দেবনাথ জায়সীর ১১ ও ১২ স্তবক দুটি একটি পরিচ্ছেদে (২ টি স্তবকে) উপস্থিত করেছেন যার নাম 'হজরত ছেফত ও চারি আছহাবের বয়ান', তার পরবর্তী পরিচ্ছেদ—' কবি পরিচয়' যেখানে জায়সীর পরিচয় দিয়েছেন।

'মাগন' প্রসঙ্গের জন্য আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ দুটি পরিচ্ছেদ নিয়েছেন—'মাগন প্রশস্তি' ও 'মাগন নামের তাৎপর্য'। এ-প্রসঙ্গটি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সৈয়দ আলী আহসান ও দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পরিচ্ছেদে সন্নিবেশ করেছেন যার নাম যথাক্রমে 'সৎকীর্তি মাগনের বয়ান', 'সৎকীর্তি মাগনের প্রশংসা', এবং 'মাগন প্রশস্তি'।

আলী আহসান ও দেবনাথের 'আত্ম পরিচয়' অংশটিতে আলাওলের পরিচয় আছে; একই বিষয় সম্বলিত পরিচ্ছেদটির নাম আবদুল করিমে 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' এবং শহীদুল্লাহ্‌তে 'আলাওলে কাব্যের বয়ান'।

আবদুল করিম মুল 'পদুমাবৎ' কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা ও সনের উল্লেখপূর্বক যে 'বিষয়-সূত্র' পরিচ্ছেদটি ব্যবহার করেছেন, শহীদুল্লাহ্ তার ব্যাখ্যামুলক নামকরণ করেছেন—'পুস্তক উৎপন্ন হওনের ও সনের কথা',

আলী আহসান পরিচ্ছেদটির নাম দিয়েছেন 'কাহিনী সংক্ষেপ' এবং দেবনাথ সংক্ষেপে 'সূত্র'।

নামকরণে বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও 'সিংহল দ্বীপ বর্ণন খণ্ড' এবং 'রত্নসেন জন্ম খণ্ড' দুটিকে কেউ বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ভাগ করেননি। অন্যান্য খণ্ডগুলি সৈয়দ আলী আহসান ও দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জায়সীর খণ্ড অনুসরণে করেছেন। কিন্তু আবদুল করিম ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বিষয় অনুসারে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন, যেমন আবদুল করিম ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সম্পাদিত আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের শুক খণ্ড দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। আবদুল করিমের গ্রন্থে রয়েছে ১ম স্তবক থেকে তৃতীয় স্তবক পর্যন্ত 'শুকের পলায়ন' এবং ৪র্থ স্তবক থেকে ৭ম স্তবক নিয়ে 'ব্যাধ হস্তে শুক' অন্যদিকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১ম স্তবক থেকে ৪র্থ স্তবক নিয়ে তার ১টি পরিচ্ছেদ—'শুক পিঞ্জরা হৈতে পলাইয়া বন মধ্যে যাওয়ার বয়ান' এবং ৫ম স্তবক থেকে ৭ম স্তবক নিয়ে অন্য পরিচ্ছেদ—'শুক পক্ষী ব্যাধের হস্তে বদ্ধ হইবার বয়ান' লিপিবদ্ধ করেছেন।

বিভিন্ন সম্পাদিত পাঠের স্তবক বিন্যাসে, চরণ সংস্থাপন এবং শব্দ ব্যবহারে বৈসাদৃশ্য ও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আলাওলের কাব্যে স্তবকবিন্যাস নেই; মূলের সাথে তুলনা করে স্তবক নির্ধারণ করতে গিয়েই বিভিন্ন সম্পাদিত পাঠে ভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। উপরন্তু বিভিন্ন সম্পাদকের অবলম্বিত আলাওলের পদ্মাবতীর পুথির ভিন্নতা বিভিন্ন সম্পাদক কর্তৃক বিভিন্ন হিন্দী পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ শুদ্ধিকরণ, এবং তাদের বিচার-বিশ্লেষণে বা সম্পাদনার রীতিতে অনৈক্যের কারণে সম্পাদিত পাঠের অনেক অংশেই বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

স্তবকবিন্যাসে আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জায়সীর অস্তুতিখণ্ডের ১ম স্তবকটি অনুসরণ করলেও পরবর্তী স্তবকসমূহের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেননি। সৈয়দ আলী আহসান ও দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জায়সীর স্তবকের অনুসরণ করেছেন। তবে দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ জায়সীর অস্তুতিখণ্ডের ১ম ও ২য় স্তবকটির উল্লেখ করা যায়। আলী আহসান জায়সীর অস্তুতিখণ্ডের ১ম স্তবকটির অনুসরণ করেছেন, কিন্তু দেবনাথ জায়সীর অস্তুতিখণ্ডের ১ম স্তবকের দোহা অংশের ভাবানুবাদ স্তবকের শীর্ষে দিয়েছেন এবং জায়সীর

ঐ স্তবকের ১ম থেকে ১০ম চরণ পর্যন্ত অংশ ১ম স্তবকে সংস্থাপন করেছেন। তাঁর ২য় স্তবকটি শুরু হয়েছে জায়সীর ১ম স্তবকের একাদশ পংক্তি থেকে।

চরণ বিন্যাসের ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ জায়সীর ১ম ও ২য় স্তবকের অনুবাদ উল্লেখ করা হল—

(১) স্মরণ করি আদি একমাত্র কর্তাকে, (২) যিনি জীবন দিয়ে সংসার সৃষ্টি করেছেন, (৩) সৃষ্টি করেছেন প্রথম জ্যোতির প্রকাশ, (৪) সেই কারণে সৃষ্টি করেছেন কৈলাস পর্বতকে, (৫) সৃষ্টি করেছেন আগুন, পবন, জল, স্থল, (৬) সৃষ্টি করেছেন বহু বর্ণের বৈচিত্র্য, (৭) সৃষ্টি করেছেন স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল, (৮) সৃষ্টি করেছেন নানা বর্ণের জীব, (৯) সৃষ্টি করেছেন সঙ্খ-দ্বীজ-ব্রাহ্মণ, (১০) সৃষ্টি করেছেন চতুর্দশ ভুবন, (১১) সৃষ্টি করেছেন দিনে সূর্য্য এবং রাত্রে চন্দ্র, (১২) নক্ষত্র এবং তারকাপংক্তি রচনা করেছেন, (১৩) শীত, রৌদ্র, এবং ছায়া তাঁরই রচনা, (১৪) সৃষ্টি করেছেন মেঘ, তার মধ্যে বিদ্যুৎ, (১৫) যা আছে সব কিছুই তার দান, তার সমকক্ষ সৃষ্টিকর্তা কেউ নেই, এবং (১৬) প্রথমেই তার নাম করে অতঃপর কাহিনী বলছি।

সৈয়দ আলী আহসান জায়সীর ১ম স্তবকের ১ম থেকে ৮ম লাইন হুবহু অনুসরণ করেছেন, কিন্তু তিনি জায়সীর ১ম স্তবকের ৯/১০ চরণ দুটি স্তবকের শেষে সংস্থাপন করেছেন, ফলে জায়সীর ১১/১২/১৩/১৪/৯/১০ চরণগুলি সৈয়দ আলী আহসানে যথাক্রমে ৯/১০/১১/১২/১৩/১৪ হয়েছে।

দেবনাথ জায়সীর ১ম স্তবকের দোহার ১৫/১৬ পংক্তি দুটির ভাবানুবাদ করে স্তবকশীর্ষে সংস্থাপন করেছেন, ফলে জায়সীর ১৫/১৬ চরণ দেবনাথে যথাক্রমে ১ম ও ২য় চরণ। এরপর তিনি জায়সীর ১ম স্তবকের ১১/১২/১৩/১৪ চরণ চারটিকে ২য় স্তবকের শীর্ষে দিয়েছেন। সুতরাং জায়সীর কাব্যের ১ম স্তবকের ১১/১২/১৩/১৪ চরণ দেবনাথে ২য় স্তবকের ১/২/৩/৪ চরণ হয়েছে।

বিভিন্ন সম্পাদকের সম্পাদনার-রীতিতে যে পার্থক্য তার উদাহরণ স্বরূপ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনা-রীতির তুলনা করা যায়। সিংহল দ্বীপ বর্ণন অধ্যায়ে সিংহল রাজের অশ্বের গতি বর্ণনায় মূল পদুমাবতে আছে—

'থির ন রহ হি রিস লোহ চবাহী।' যার অর্থ—'স্থির থাকেনা এবং ক্রোধে লোহ চর্বণ করে।' বটতলার সংস্করণ নিম্নরূপ—

আরোহণ মাত্রে স্থির নহে কদাচন।
অতিলোভে ধরে নখে করয় গমন ॥
(সৈয়দ আলী আহসান, পৃ. ৭)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন বাজার সংস্করণ বা হিন্দী পাঠের সহায়তায় এর নির্ভুল পাঠ নির্ধারণ সম্ভব নয়। তিনি পাঠ নির্ধারণের পরের দুটি চরণের সাহায্য নিয়েছেন। এই চরণ দুটি হচ্ছে—

বায়ু আরোহণ হয় ধরণী ত্যজিয়া।
যথা প্রভু ইচ্ছা যায় নিমিষে চলিয়া ॥
(মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, পৃ. ॥৶)

উপরোক্ত দুটি চরণের সহায়তায় তিনি যে পাঠ স্থির করেছেন তা নিম্নরূপ—

আরোহণ মাত্রে স্থির নহে কদাচন।
অবিলম্বে ধরা নভে করয় গমন ॥

এবারে প্রতি খণ্ড থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পাঠান্তরগুলি তুলে ধরা হলো—

করিল পর্বত আদি জ্যোতির প্রকাষ। (ঢা. বি. পু.,
তারপরে প্রকট করিল কবিলাষ ॥ দে. ব. পৃ. ১)

করিলেক সর্ব্ব আদি যুতির প্রকাস (বা. এ. পু.,
দে. ব. পৃ. ১)

করিলা প্রথম আদি জ্যোতির প্রকাশ (দে. ব.,
পৃ. ১)

করিল প্রথম আদি জ্যোতির প্রকাশ (সৈ. আ. আ.,
পৃ. ১৩১)

করিল প্রথম আদি জ্যোতির প্রকাশ (মু. শ.,
পৃ. ১)

করিলা সর্বাগ্রে আদি জ্যোতি পরকাশ (আ. ক. সা. বি.,
পৃ. ১)

শহীদুল্লাহ্ ও আলী আহসানে পাঠ-বৈষম্য নেই। আবদুল করিম উল্লেখ করেছেন যে তিনি প্রাচীন পুথিতে কোথাও 'প্রথমে' পাঠের ইঙ্গিত পাননি, সেইজন্য 'সর্বাগ্রে' গ্রহণ করেছেন। তাঁর অবলম্বিত পুথিগুলির মধ্যে দুটি পুথিতে 'সর্ব্বত্র' এবং 'সর্ব্বাত্রে' পাঠ আছে। যেমন—

করিলা সর্ব্বত্র আদি যুতি পরকাস।
(আবদুল করিম, পৃ. ১১১)

করিল সর্ব্বাত্রে আদি যুতি পরকাশ। (ঐ, পৃ. ১১৪)

ড. মুহম্মদ এনামুল হকের পুথিতে 'পর্বত' আছে। তবে হবিবী ছাপাখানার পাঠে 'প্রথম'। জায়সীর পাঠ নিম্নরূপ—

কীকেসি প্রথম জোতি পরগাসূ।। (দেবনাথ, ১ম খণ্ড)

দ্বিতীয় চরণটি সবার পাঠে একই তবে শহীদুল্লাহ্ সংগৃহীত হবিবী ছাপাখানার (১২৯৯) পাঠে আছে "তার প্রীতি প্রকটিল সেই করিলাস।" উপরোক্ত চরণটি আলী আহসানে এ-রকম—

তার পরে প্রকট করিলা করিলাস। (পৃ. ১৩১)

তবে তিনি মনে করেন যে আলাওলের পাঠ যদি হতো 'তাঁর প্রীতি প্রকটিল সেই কবিলাস' (পৃ. ১৩২), তবে তা যথার্থ হতো।

বাংলা একাডেমী পুথিতে আলাওলের ৪র্থ স্তবকে দুটি পংক্তি পাওয়া যায় (নবম এবং দশম চরণ), যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিতে নেই। চরণ দুটি নিম্নরূপ—

বসতি অক্ষর তিন ব্রির্জ উপসম।
শ্বাসধারি জথ আর স্থাবর জঙ্গম।। (বা. এ. পু.)

উপরোক্ত চরণ দুটি আলী আহসান বা দেবনাথে নেই, কিন্তু আবদুল করিম ও শহীদুল্লাহ্-তে নিম্নরূপ—

বসতি আঙ্কুর তিন বীর্য উপসম।
শ্বাসধারী যত আর স্থাবর জঙ্গম।। (আ. ক., পৃ. ৩)

ব্রততী (?) অঙ্কুর তৃণ বীজ ও পশম।
শ্বাসধারী যত আর স্থাবর জামে ॥ (মু. শ., পৃ: ৪)

আবদুল করিমের পাঠের বসতি, তিন, বীর্য, উপশম শব্দ চারটির পরি-বর্তে শহীদুল্লাহ্ যথাক্রমে ব্রততী, তৃণ, বীজ ও পশম ব্যবহৃত। উপরোক্ত দুটি চরণের পরের দুটি পংক্তি আবদুল করিমে নিম্নরূপ—

অষ্টাদশ সহস্র বরণ অনুপাম।
ভূপতি বলিতে হৈল সিদ্ধি মনস্কাম ॥ (আ. ক., পৃ. ৩)

বিভিন্ন পাঠে—'ভূপতি বলিতে'-র স্থলে আছে 'ভুগুতি বণ্টিতে' অর্থাৎ তা নিম্নরূপ—

অষ্টাদশ সহস্র বরণ অনুপাম।
ভুগুতি বণ্টিতে হৈল সিদ্ধ মনস্কাম ॥

প্রথমটির অর্থ ভূপতির কথায় মনোবাসনা সিদ্ধ হয়েছে, অন্যটির অর্থ ভোগ্য দ্রব্য বণ্টন করে দিলে মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে।

দেবনাথের পাঠে ৪র্থ স্তবকের একাদশ ও দ্বাদশ চরণ দুটি নিম্নরূপ—

এথেক স্থজিতে তিল না হৈল বিলম্ব।
অন্তরীক্ষে গগন রাখিছে বিনি স্তম্ভ ॥
(দে. ব., ২ খণ্ড)

এতেক স্থজিতে তিল না হৈল বিলম্ব।
অন্তরীক্ষ গগন রাখিছে বিনি স্তম্ভ ॥
(সৈ. আ. আ., পৃ. ১৩৩)

এতেক স্থজিতে তিল না হৈল বিলম্ব।
অন্তরীক্ষ গঠিয়া রাখিছে বিনি স্তম্ভ ॥
(মু. শ., পৃ. ৪)

এথেক স্থজিতে তিল না হৈল বিলম্ব ॥
অন্তরীক্ষ গগন রাখিছে বিনি স্তম্ভ ॥
(আ. ক., পৃ. ৩)

প্রথম চরণটিতে বৈষম্য প্রায় নেই। আবদুল করিম ও দেবনাথে 'এথেক' এর স্থলে শহীদুল্লাহ্-তে ও আলী আহসানে 'এতেক'। ২য় চরণে দেবনাথে 'অন্তরীক্ষ' শব্দে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। শহীদুল্লাহ্-য় 'গগন' এর স্থলে 'গঠিয়া' আছে, যার অর্থ হবে অন্তরীক্ষ সৃষ্টি করে তিনি স্তম্ভ ছাড়াই তা স্থির রেখেছেন। দেবনাথের সম্পাদনায় এই চরণটির অর্থ—অন্তরীক্ষে গগনকে স্তম্ভ ছাড়া স্থির রেখেছেন। আবদুল করিম ও আলী আহসানে—অন্তরীক্ষ ও গগন স্তম্ভ ছাড়াই স্থির রেখেছেন। দেবনাথে স্তুতি খণ্ডে ২য় স্তবকে দু'টি চরণ আছে—

স্থজিলেন্ত ছিপি মুক্তা রত্ন বহু মূল ॥
এবং
স্থজিলেন্ত বনতরু পক্ষী নানা ব্যাধ।

উপরোক্ত চরণ দুটি বিভিন্ন সম্পাদনায় নিম্নরূপ—

স্থজিল সিপিতে মুক্তা রত্ন বহুমূল ॥
স্থজিলেক বন তরু ফল (?) নানা স্বাদ। (মু. শ., পৃ. ২)

স্থজিলেন্ত ছিপিতে মুক্তা রত্ন বহু মূল ॥
স্থজিলেন্ত পান ফুল বহু ভোগ্য স্বাদ। (সৈ. আ. আ., পৃ. ১৩৩)

স্থজিল ছিপি মুতি রত্ন বহুমূল ॥
স্থজিলেক বনচর পক্ষী চতুষ্পদ। (দে. ব.)

প্রথম চরণটির ক্রিয়া ব্যবহারে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শহীদুল্লাহ্ যেখানে 'স্থজিল' দিয়েছেন, সেখানে আবদুল করিম ও দেবনাথে 'স্থজিলেক' এবং আলী আহসানে 'স্থজিলেন্ত' ব্যবহারে বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। শহীদুল্লাহ্ 'ছিপি'র পরিবর্তে 'সিপি' এবং আবদুল করিম 'মুক্তা'র পরিবর্তে 'মুতি' ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃতে ও হিন্দীতে 'সীপ' শব্দ আছে যার অর্থ 'ঝিনুক'। সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'সীপ' শব্দটি হিন্দীতে এসেছে এবং সেখান থেকে 'সিপি' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ছিপি' শব্দটি বাংলা। শহীদুল্লাহ্ ও আলী আহসান 'সিপি' বা 'ছিপি'র সাথে বিভক্তি যুক্ত করেছেন। উপরোক্ত চরণ দুটির ২য় চরণটির বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করার মত। উক্ত চরণটি দেবনাথ সম্পাদিত গ্রন্থের সপ্তম চরণ। জায়সী তার ২য় স্তবকের ৭ম ও ৮ম চরণে বন, শিকত, খেজুর ও তালবৃক্ষের উল্লেখ করেছেন। সেখানে শুধুমাত্র 'বনতরু' শব্দটি ব্যবহৃত।

৯ম এবং ১০ম চরণে শিকারের জন্য বনে যাযাবর প্রাণীর পরিবর্তে 'ব্যাধ' এবং 'যথেচ্ছ্ বিহারী বিহঙ্গের' পরিবর্তে 'পক্ষী' শব্দটি ব্যবহৃত।

আলী আহসানের পাঠে জায়সীর ৭/৮/৯/১০ চরণ বর্জিত হয়েছে এবং ত্রয়োদশ চরণের অনুসরণ করা হয়েছে। শহীদুল্লাহ্ জায়সীর ৭ম ও ৮ম চরণ দুটি থেকে 'বনতরু'র উল্লেখ করেছেন এবং বিভিন্ন ফলবৃক্ষের পরিবর্তে 'ফল নানা স্বাদ' ব্যবহার করেছেন। তিনি ৯ / ১০ / ১৩ চরণ বর্জন করেছেন। আবদুল করিম শুধুমাত্র ৯/১০ চরণের ভাবানুবাদ করেছেন; শিকারের জন্য বনে যথেচ্ছ্বিহারী যাযাবর প্রাণীর স্থানে 'বনচর' ও চতুষ্পদ শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং 'যথেচ্ছ্বিহারী বিহঙ্গের' স্থানে 'পক্ষী' শব্দের উল্লেখ করেছেন। দেবনাথের ৫ম স্তবকের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ দুটি নিম্নরূপ —

জথ জীব পশু পক্ষী পিপীলিকা আর ।
কাকে নাহি বিস্মরয় দিয়াছে আহার ।। (দে. ব., পৃ. ৩)

জগজীব পশু পক্ষী পিপীলিকা আর ।
কাকে নাহি বিস্মরএ দিয়াছে আহার ।। (সৈ. আ. আ., পৃ. ১৩৮)

গরু করী পিপীলিকা বড় ক্ষুদ্রাকর ।
কাকে নাহি বিস্মরয় দিয়াছে আহার ।। (মু. শ., পৃ. ৪)

যত জীব পশু পক্ষী পিপীলিকা আর ।
কাকে নাহী বিস্মরণ দিয়াছে আহার ।। (আ. ক., পৃ. ৪)

২য় চরণে 'বিস্মর' ক্রিয়া ব্যবহারে বৈসাদৃশ্য আছে। আবদুল করিম ও দেবনাথে প্রথম চরণটির অর্থ এক, তবে দেবনাথ 'যত'র স্থলে 'জথ' ব্যবহার করেছেন। আলী আহসানে 'যত' বা 'জথ' হয়েছে 'জগ'; সুতরাং এর অর্থ হতে পারে 'জগতের যত জীব' অথবা জগৎ ও জীব। তবে শহীদুল্লাহ্-র 'পিপীলিকা' শব্দটি ছাড়া সম্পূর্ণ বাক্যটিই ভিন্ন, যার অর্থ কিছুটা ব্যাখ্যামূলক।

দেবনাথের ৫ম স্তবকের ১০ম চরণটি হচ্ছে "সকলের আশা পুরে আপনে নৈরাশ ।।" এই পাঠটি আবদুল করিমে "সকলেরে আশ্বাসন্ত আপনে নৈরাশ ।।"

দেবনাথে ষষ্ঠ স্তবকের চতুর্থ ও পঞ্চম চরণ দুটি নিম্নরূপ—

যারে চাহে তারে তুলি করে রাজ্যধর ॥
নৃপকে করএ তিলে রক্ষের প্রমাণ ।

উপরোক্ত চরণ দুটি বিভিন্ন পাঠে—

যারে চাহে তার ছায়া করে রাজ্যধর ॥
নৃপকে করএ তিলে রক্ষের প্রমাণ । (সৈ. আ. আ., পৃ. ৪১)

যারে চাহে তার ছায়া করে রাজ্যধর ।।
নৈরাশ করয় তিলে রক্ষের প্রমাণ । (মু. শ., পৃ. ৫)

যারে চাহে তিলে করে রাজেশ্বর ।।
নিরূপেরে করে তিলে রূপের প্রমাণ । (আ. ক., পৃ. ৪)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও সৈয়দ আলী আহসানের প্রথম চরণটি অভিন্ন। আবদুল করিম ও দেবনাথে 'ছায়া'র পরিবর্তে যথাক্রমে 'তিলে' ও 'তুলে' পাঠ আছে। ২য় চরণটির ক্ষেত্রে আলী আহসান ও দেবনাথে সাদৃশ্য আছে কিন্তু শহীদুল্লাহ্‌য় 'নৃপর' স্থলে আছে 'নৈরাশ' ফলে অর্থেও পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। আবদুল করিমে ২য় চরণটি একেবারেই ভিন্ন। দেবনাথ বা আলী আহসানে যেখানে উল্লেখিত যে নৃপকে নিমেষের মধ্যে রক্ষের সমান করে দিতে পারেন অথবা শহীদুল্লাহ্ যেখানে বলেছেন নৈরাশকে পলকের মধ্যে তুচ্ছ করে দিতে পারেন সেখানে আবদুল করিমে নিরূপ রূপের প্রসঙ্গ এসেছে।

দেবনাথে অষ্টম স্তবকে একটি চরণ আছে—"দৃষ্টিমন্ত নিকটেতে মূর্খ অন্ধে দূর", আলী আহসানে চরণটি অভিন্ন। কিন্তু আবদুল করিম ও শহীদুল্লাহ্ 'দৃষ্টিমন্ত'-র স্থলে দৃষ্টিবন্ত এবং 'মূর্খ অন্ধে'র পরিবর্তে যথাক্রমে 'সে মূঢ় অন্ধ' এবং 'চক্ষুহীনে' ব্যবহৃত। দেবনাথের নবম স্তবকে নিম্নরূপ চরণ পাওয়া যায়—

যৌবনের মর্ম জানে জরাজীর্ণ কায় ।
সুস্থ মম জানএ অসুস্থ যার গায় ॥
সুখ মর্ম দুঃখী জনে না জানে রাজন ।
বন্ধ্যা জনে নাহি জানে প্রসব বেদন ॥ (দে. ব., পৃ. ৫)

যৌবনের মর্ম জানে জরাজীর্ণ কায় ।
সুস্থ মর্ম জানএ অসুস্থ যার গায় ।।

সুখ মর্ম দুঃখী জানে না জানে রাজন ।
বন্ধ্যা জনে নাহি জানে প্রসব বেদন ।। (সৈ. আ. আ., পৃ. ১৪৬)

যৌবনের মর্ম জানে যার জীর্ণ কায় ।
স্বাস্থ্য মর্ম না জানে অসুখ যার গায় ।।
সুখ মর্ম দুঃখী বিনে না জানে রাজন ।
বন্ধ্যা জনে নাহি জানে প্রসব বেদন ।। (মু. শ., পৃ. ৮)

যৌবনের মর্ম জানে যার জীর্ণ কায় ।
সুস্থ মর্ম জানএ অসুস্থ যার গাত্র ।।
সুখ মর্ম দুঃখী জানে না জানে রাজন ।
বন্ধ্যা এ না জানে যেন প্রসব বেদন ।। (আ. ক., পৃ. ৬–৭)

এ-ভাবে বিভিন্ন সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন অংশ তুলে ধরে তাদের সম্পাদনা-রীতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরা সম্ভব ; তবে আলোচ্য গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটিই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট এবং প্রত্যেকটি সম্পাদনাই মোটামুটি নির্ভরযোগ্য ।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আলাওলের পদ্মাবতী, আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত, প্র. প্র. ১৯৭৭, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ।

২. পদ্মাবতী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত, নতুন সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা ।

৩. পদ্মাবতী, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, ১৯৬৮, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা ।

৪. পদ্মাবতী, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৩৯১, কলিকাতা, ভারত ।